৪৮/৭
দৈনিক বাংলা
তারিখ 13 MAY 1986
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...
60

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরা প্রচণ্ড আবাসিক সমস্যার সম্মুখীন

॥ উত্তম দাস ॥

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের প্রচন্ড আবাসিক সমস্যার মুখে গত ১লা বৈশাখ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীবাসটির শুভ উদ্বোধন করা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবুল কালাম মুহম্মদ আমিনুল হক ছাত্রী হলের এই নির্মাণাধীন ভবন উদ্বোধন করেন। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও গত ২৫ বছরে এখানে ছাত্রীদের জন্য কোন হল নির্মাণ করা হয়নি। শোনা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি করার কোন পরি-কল্পনা নাকি ছিল না। তৎসত্ত্বেও বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির প্রথম থেকেই এখানে ছাত্রীরা পড়ে আসছে। প্রথম দিকে ছাত্রী সংখ্যা কম থাকায় তাদের আবাসিক সমস্যা তেমন একটা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও তীব্ররূপ নেয়। ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। আর তখন থেকেই কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা চরমরূপ নেয়। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এই বছর প্রায় ১৬ হাত দৈর্ঘ্য ও ১৪ হাত প্রস্থের একটি কক্ষে ১০টি খাট পেতে ২০ জন ছাত্রীকে থাকার জায়গা করে দেয়া হয়। বাকী ১৭ জন ছাত্রীকে বিভিন্ন কক্ষে পুরানো ছাত্রীদের সঙ্গে ডাবলিং থাকার সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় রাখার স্বার্থে ছাত্রীদের এহেন আবাসিক সমস্যা কারই কাম্য হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ কারণে বেশ কয়েকবার ছাত্রীবাস পরিদর্শন করেন এবং প্রতিবারই ছাত্রীদের কষ্ট করার উপদেশ দেন। এ সময়ে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার একটি বাড়ি ছাত্রীদের জন্য ছেড়ে দেবার আশ্বাস প্রদান করেন।

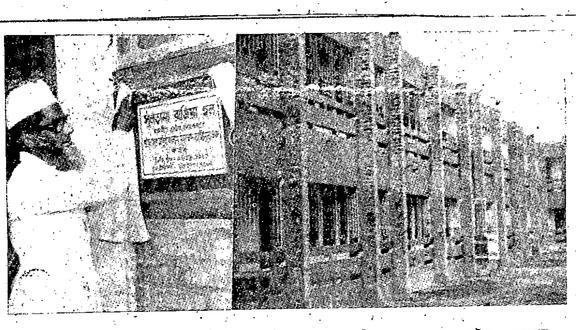

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুলতানা রাজিয়া হলের নির্মাণাধীন ভবন উদ্বোধন করছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি ১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষে কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে নতুন ছাত্রী ভর্তি হল। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা বেড়ে গেল আরও। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশা-সন ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে পূর্বের প্রতিশ্রুতি মত কো-অপারেটিভ মার্কেট সংলগ্ন তিনতলা বিশিষ্ট এইচ টাইপ একটি ভবন ছাত্রীদের বসবাসের জন্য ছেড়ে দেয়। প্রসঙ্গতঃ এই ভবনটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক-জন শিক্ষক ও কর্মচারী বসবাস করতেন এবং এই ভবনটি ছাত্রীহল হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল।

শিক্ষাবর্ষ যতই এগিয়ে যাচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। আর ছাত্রী-দের দুরবস্থা চরম থেকে চরমে পৌঁছল। আগে যে কক্ষে দুজন ডাবলিং করত, এখন সেখানে থাকতে হচ্ছে তিনজনকে। অথচ এর একটি কক্ষে একটি খাট, চেয়ার ও টেবিল রাখলে বিন্দুমাত্র জায়গা থাকত না চলাচলের জন্য। আর কমনরুমগুলোর অবস্থা হলো আরও শোচনীয়, ২০ জনের জায়-গায় অবস্থান করতে হয়েছিল ৩০ জন ছাত্রীকে। কোন অবস্থাতেই এইরূপ-পরিবেশে কৃষি শিক্ষার মত ব্যাপক বিষয়ে পড়াশুনা চালিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না।

ছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। ছাত্রীহল নির্মাণের জন্য তারা চাপ সৃষ্টি করে কর্তৃ-পক্ষের উপর। বার বার চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের থাকার জন্য নির্ধারিত বাড়ি দুটোকে একটি হলের মর্যাদা প্রদান করল। পৃথক ছাত্রী নিবাস প্রশাসন গড়ে উঠল। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মাত্র এই মেয়েদের হলের নামকরণ করা হলো 'সুলতানা রাজিয়া হল' এ সময়ে ছাত্রীদের আশ্বাসও প্রদান করা হল যে অচিরেই ছাত্রীবাসের মূল ভবন নির্মাণ করা হবে। কিন্তু কাল মাটি কামড়ে রইল ছাত্রীরা। অবশেষে সমস্যার তীব্র-তায় এবং কর্তৃপক্ষের আশ্বাসকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একযোগে আন্দোলনে নেমে আসে কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

১৯৮১ সালের নবেম্বর মাসে হলের দাবীতে ছাত্রীরা কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে একটি বৃহৎ মিছিল বের করে এবং সুলতানা রাজিয়া হলের মূল ভবন অচিরেই নির্মাণ করা হবে কিনা তার একটি সঠিক জবাব দাবী করে বসে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবুল কালাম মুহ-ম্মদ আমিনুল হকের কাছে। প্রফে

দৈনিক বাংলা
তারিখ 13 MAY 1986
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

সর হক ছাত্রীদের আবাসিক সম-স্যার একটি স্থায়ী সমাধান বের করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশা-সনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রী প্রতি-নিধিদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। তিনি অবিলম্বে ছাত্রী হলের মূল ভবন নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন এবং ১৩৯০ সালের ৯ই ভাদ্র সুলতানা রাজিয়া হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী নিবাসটির নির্মাণ কাজ আজও শেষ হয়নি। ছাত্রীদের আবা সিক সমস্যা প্রকটাকার হয়ে পড়ার কারণে গত ১লা বৈশাখ ১৩৯৩ সনে এই নির্মাণাধীন ছাত্রীবাসটির উদ্বোধন করা হয়। তিনটি ব্লকের দুতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত প্রায় ৪শ ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১শ ৪৪ জন ছাত্রী হলটির মূল ভবনে থাকার সুবিধে পাবে।

সুলতানা রাজিয়া হলের মূল পরিকল্পনায় আছে চারটি ব্লক। প্রতিটি ব্লকই হবে চারতলা বিশিষ্ট, প্রায় এক লাখ বর্গফুট আয়তনের এই হলে ছাত্রীদের আউট ডোর গেইমের জন্য থাকবে একটি মনোরম খেলার মাঠ। ইনি ডোর গেইম ও কমনরুম ব্যবস্থার জন্য হলে দোতলায় থাকবে একটি বিশাল কক্ষ। জাতীয় এবং আন্ত র্জাতিক পর্যায়ের সকল খেলা-ধুলার ব্যবস্থা রাখা হল সীমানার মধ্যে। ছাত্রীবাসটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে হলটিতে ৩শ ৬৮ জন ছাত্রী বসবাস করতে পারবে। সুন্দর পরিকল্পনার সু-বিন্যাসে এই হলটিতে এক দু ও তিন শয্যা বিশিষ্ট কক্ষ থাকবে। প্রতিফ্লোরে কম বেশি ২৪ জন ছাত্রী অবস্থান করবে। এদের টয়লেট ব্যবস্থায় থাকবে প্রতি ১২ জনের জন্য ৩টি প্যান, ৩টি গোছলখানা, ২টি বেসিন, ২টি মিরর ও ৪টি সোপ কেস। প্রতিটি রুমে থাকছে জনপ্রতি একটি করে ওয়্যারড্রোব, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি চকি ও ১টি বুক সেলফ। প্রতি রুমের ব্যালকনীতে থাকবে একটি করে বেসিন ও একখানা মিরর। এই হলটির মূল পরিকল্পনায় ছিলেন আর্কিটেক্ট মিসেস নাজমা হাবিব।

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বর্তমানে হলের নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী হলটি নির্মাণ করতে গেলে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার প্রয়োজন। সং-শিলষ্ট সূত্র আরও জানিয়েছে যে এ পর্যন্ত হলটির নির্মাণ ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা। কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ছাত্রীদের পদচারনা নারী সমাজের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী জাগরণের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কৃষি ক্ষেত্রে নারীরাও যে পিছিয়ে নেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা থেকেই তার প্রমাণ মিলবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী দের সমস্যাসমূহ সমাধান করে অধিক সংখ্যক ছাত্রীকে এখানে পড়তে উদ্যোগী করে তোলা সং-শিলষ্ট সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

উত্তম দাস